দ্বিতীয় সংখ্যা । সেপ্টেম্বর ২০১৩

আরবান চেঞ্জ : ইউপিপিআর কমিউনিটির কথা

তিরিশ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করার প্রয়াস

শহরের পরিচালনা কাঠামোতে দরিদ্র নারীদের সংহতি

বাংলাদেশের নারীরা ব্যাপকভাবে জেন্ডার বৈষম্যের শিকার। ন্যায়বিচার এবং সেবা যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরা পিছিয়ে। উলেখ্য, কিছু নারীদের কর্মসংস্থান হলেও তুলনামূলকভাবে তার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে তারা কম বেতন পান। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং চলাফেরায়ও তাদের প্রচুর সীমাবদ্ধতা থাকে। একইসাথে বাল্যবিবাহ এবং মাতৃত্ব তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আরও খারাপ করে তোলে। পুরুষ শাসিত এই সমাজে নারীদের জন্য বিশেষ করে গরীবদের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করা এবং কমিউনিটি ও সরকারী নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত হওয়া আরও বিরল ঘটনা। এর ফলে বাংলাদেশী নারীরা একটি অনুন্নত সামাজিক অবস্থা, সীমিত রাজনৈতিক প্রভাব, উচ্চ দারিদ্রহার, দুর্বল স্বাস্থ্য এবং অপুষ্টিতে ভোগে।

এই প্রেক্ষাপটে, ইউপিপিআর বিগত বছরগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ণ এবং কমিউনিটি উন্নয়ন কাঠামোতে একীভূত করার গুরুত্ব আরোপ করে আসছে; যার ফলে অনেকেই এখন নেতৃত্বের জায়গাগুলোতে ভাল অবস্থানে আছেন। গত ১৫ জুন ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে খুলনা, বরিশাল এবং রাজশাহী থেকে নয়জন নারী (খুলনা ৫ জন, বরিশাল ১ জন এবং রাজশাহীতে ৩ জন) যারা ইউপিপিআর কমিউনিটি কাঠামোতে ভূমিকা রেখে আসছিলেন তারা কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তারা

ইউপিপিআর-এর ক্ষমতায়ণ প্রচেষ্টা এবং এই কমিউনিটির সহযোগিতাকে জোরালোভাবে সমর্থন করে বলেছেন যে, তাদের আজকের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে ইউপিপিআর এর বদৌলতে। জাহানারা বেগম, বরিশালের নির্বাচিত কাউন্সিলর বলেছেন, ইউপিপিআর এর পূর্বে আমরা শুধুই গৃহকর্ত্রী ছিলাম। আমরা সেইসময় অন্যান্যদের সামনে ঠিকমতো কথাই বলতে পারতাম না। এখন আমরা যে কোন জায়গায় কথা বলতে পারি এবং যে কোন ধরণের মিটিং, কর্মশালা এবং সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি। আমরা যে কোন মানুষের সাথে সহজে মিশতে পারি। আমরা ইউপিপিআর থেকে অনেক প্রশিক্ষণ পেয়েছি যার মাধ্যমে কমিউনিটি যে কোন ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারি। জাহানারার মতো আরও নারীদের সাথে সাক্ষাৎকালে তারা ইউপিপিআর-এর পূর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না থাকা, চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা এবং কারণে অকারণে পরিবারের সদস্য কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের মানসিক ও শারিরীক নির্যাতনের বিষয়টি তুলে ধরেন।

ইউপিপিআর কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং মিথস্ক্রিয়া তাদেরকে শুধুমাত্র নেতৃত্বের অবস্থান বুঝতেই সহায়তা করে না; একইসাথে নির্বাচনের প্রচারাভিযানে তাদেরকে উৎসাহিত করে। খুলনা থেকে নির্বাচিত হাসনা হেনা বলেন, আমি যদি সিডিসির কার্যক্রমের সাথে জাড়ি না হাতাম তাহলে অন্য প্রতিনিধির সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পেতাম না। নির্বাচনের আগে আমি আমার সিডিসির সদস্যদের কাছে কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলাম। সিডিসির সদস্যরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে আমাকে প্রচন্ডভাবে অনুপ্রাণিত করে। কমিউনিটির সদস্যরা আমার জন্য কাজ করে এবং আমি যাতে নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারি তার জন্য সবার কাছে আমার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। মূলত: তাদের সহযোগিতা আমাকে নির্বাচনে জয়ী

ফ্যাক্ট এন্ড ফিগারস্ (জুন ২০১৩ পর্যন্ত)

৫০,১৫৯	উপকারভোগী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন
৮৮,৬১৫	উপকারভোগী ক্ষুদ্র ব্যবসা অনুদান পেয়েছেন
৮৯,৮০৯	শিশু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা সহায়তা অনুদান পেয়েছেন
১৬৬,৭২৬	পরিবার উন্নত পানির উৎস থেকে উপকৃত হচ্ছেন
১৪৩,১৬৩	পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন

আসন্ন ইভেন্টস্

২২-২৪ অক্টোবর ২০১৩

দক্ষিণ এশীয় স্যানিটেশন সম্মেলন

১৫ ডিসেম্বর ২০১৩

নগর খাদ্য উৎপাদন দিবস

ইউপিপিআর প্রধান কার্যালয়:

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প
RDEC-LGED ভবন, লেভেল ৮
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
www.upprbd.org
www.facebook.com/upprbd
www.twitter.com/4urbanchange

আমাদের অংশীদারসমূহ:

প্রথম পাতার পর

হতে সাহায্য করে এবং এখন আমি খুলনার তিনটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর।

দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইউপিপিআর-এর সক্রিয় ভূমিকা এবং সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের অনুদানের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক উপস্থিতিকেও ইউপিপিআর উৎসাহিত করে। সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যে নয়জন নারী নির্বাচিত হয়েছে তারা ইতোমধ্যে কাউন্সিলর হিসেবে তাদের শপথ নিয়েছে তারা খুবই স্বত:ফুর্তভাবে অঙ্গীকার করেছে যে, তারা নগর দরিদ্রদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাবে। খুলনা সিটি কর্পোরেশন থেকে নির্বাচিত মনিরা খাতুন বলেছেন, আমি আমার সাধ্যমতো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে যাবো। আমি সর্বদা সুবিধাবঞ্চিত নারীদের পাশে থেকে তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবো। আমি পরবর্তী নির্বাচনেও নারী প্রতিনিধি হতে চাই। আমি নারীদেরকে একটি ভাল অবস্থানে দেখতে চাই। আমি অন্যান্য সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করবো যেন তারা আমার মতো নারী প্রতিনিধি হবার স্বপ্ন দেখে।

ইউপিপিআর সবসময়ই বাংলাদেশের নারীদের জীবন মানের উন্নয়ন এবং নারীদের ক্ষমতায়ণে সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। এরই অংশ হিসেবে নবনির্বাচিত কাউন্সিলরগণ গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য যে ভূমিকা রাখবে তা তাদের জন্য একটি ইতিবাচক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

হাসনা হেনা ২০১৩ সালের খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পূর্বে তিনি বয়রা বাজার সিডিসির চেয়ারপার্সন ছিলেন।

নগর দরিদ্রদের জন্য শিশুকাল থেকেই পুষ্টি নিশ্চিতকরণ

দরিদ্র পুষ্টি চর্চা বাংলাদেশের অপুষ্টির উচ্চহার বিশেষ করে শিশু এবং নগর দরিদ্রদের ক্ষেত্রে নেতিবাচক অবদান রাখছে। মাতৃদুগ্ধ এমনই একটি সহজ এবং ফলপ্রসু উপায় যার মাধ্যমে শিশুদের অপুষ্টির উন্নয়ন ঘটে। কারণ মাতৃদুগ্ধে উচ্চ পুষ্টি এবং অ্যান্টিবডি থাকে যা শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরণের রোগ থেকে রক্ষা করে যা ফর্মুলা খাবারে থাকে না। বস্তুত: যে শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে তাদের শ্বাসজনিত সংক্রমণ, হাপানি, এটোপিক ডারমেটিটিস, টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রোগ থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকে। যেখানে ফর্মুলা ফিড অভ্যস্থ শিশুরা অনেকটাই ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে স্তন্যপান করানো এবং সমর্থনে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই উদ্যোগ ঐভাবে উন্নত হয়নি। প্রতিবেদনে উলেখ আছে যে, বস্তি এলাকার মাত্র ২৪ শতাংশ শিশু জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে এবং ৭৫ শতাংশ নবজাতক জন্মের একদিনের মধ্যে মায়ের বুকের দুধ পেয়ে থাকে। দেশের সাধারণ গড় যেখানে ৪৩ শতাংশ এবং ৮৯ শতাংশ।

যে সময়ে মায়েদের কমিউনিটি সাপোর্ট প্রয়োজন হয় তখন মায়েরা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যান না। স্তন্যপান করানো বজায় রাখতে অব্যাহত সহযোগিতার বিভিন্ন পথ রয়েছে। প্রথাগতভাবে পরিবার থেকেই এই সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। যেহেতু সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে, দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে সেহেতু মায়েদের জন্য ব্যাপক সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এটা হতে পারে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী, পরামর্শদাতা, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, বন্ধু বা সঙ্গীদের মাধ্যমে। এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এই বছর বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের (১-৭ আগষ্ট) প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছে 'মায়ের দুধে শিশুর হাসি, মা তোমাকে ভালবাসি'.

উলেখ্য, নবজাতক ও শিশুদের পুষ্টির মান উন্নয়নে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের শিখন ও উপার্জন ক্ষমতা ভীষণভাবে ব্যহত হয়। এটা একটা দুষ্ট চক্রের মতো যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ঘুরতে থাকে। ইউপিপিআর সম্প্রতি পুষ্টি কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে বড় ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে যা দেশের সামগ্রিক অপুষ্টি কমিয়ে আনাসহ গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মায়েদের পুষ্টির ঘাটতি কমাতে সাহায্য করবে। ইউপিপিআর বিশ্বাস করে যে, শিশুদের সঠিক পুষ্টি মানেই হলো দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক বিনিয়োগ।

এই প্রেক্ষাপটে, ইউপিপিআর-এর নিউট্রিশন প্রোমোটরস এবং ভলান্টিয়ারগণ পরিবার ভিজিট ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অপুষ্টির কারণ, ফলাফল এবং প্রতিরোধক বিষয় তুলে ধরাসহ শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করছে। এ পর্যন্ত ইউপিপিআর সারাদেশে ৮৫১ জন প্রোমোটরস ও ভলান্টিয়ার নিয়োগ দিয়েছে যারা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মা, তাদের স্বামী এবং শ্বাশুড়ীদেরকে কাউন্সেলিং দিচ্ছে যাতে করে নগর দরিদ্রদের মধ্যে মাতৃদুগ্ধদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ইউপিপিআর মা এবং কিশোরীদের মধ্যে অর্জিত জ্ঞান ও আচরণের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরের মাধ্যমে টেকসই আচরণ পরিবর্তন অর্জন প্রত্যাশা করে।

এই উদ্দেশ্যে ৭ আগষ্ট ২০১৩ তারিখ বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস উপলক্ষে ইউপিপিআর কুমিলা ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর সাথে যৌথভাবে এক সংলাপের আয়োজন করে যেখানে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর বিষয়টি মা ও নবজাতকের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম স্তন্যপান করানো, স্তন্যপান করানোর সময়সীমা এবং মা ও নবজাতকের জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি আলোচনা করা হয়। ইউপিপিআর সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যস্থার মধ্যে পুষ্টি বিষয়টি অন্তর্ভূক্তিকরণ এবং জাতীয় বাজেটে পুষ্টি বরাদ্দ বৃদ্ধিতে পলিসি ফোকাসের উপর জোড় দিয়েছে।

নতুন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক দরিদ্রদের মাঝে সরকারী সেবাসমূহের প্রসার ঘটানো

গত তিন বছর যাবৎ ইউপিপিআর কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের নিমিত্তে কমিউনিটি এবং সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে; যেখান থেকে নগরের জনগণ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী বিভিন্ন সেবাসমূহ (যেমন: বিদেশে চাকুরীর জন্য অনলাইন আবেদন, স্বাস্থ্য ও কৃষি তথ্য (সেবা) হাতের নাগালে পাবার সুযোগ পাবে।

একই সময়ে এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে তথাকথিত ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রগুলো থেকে ইুপরি সেবা প্রদান করবে যার মধ্যে থাকবে জন্ম নিবন্ধন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, পাসপোর্ট ও নাগরিক সনদ আবেদন, মোবাইল ব্যাংকিংসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মানবাধিকার, কর্মসংস্থান বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও সেবা প্রদান। এই তথ্য কেন্দ্রসমূহ কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে উল্লেখিত সেবাসমূহ প্রদান করবে।

সরকার পরিচালিত তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের সাথে সিআরসিসহ সেবাসমূহ আরও সক্রিয় করতে ইউপিপিআর প্রকল্প ১৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সাথে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী, সিআরসি উন্নয়ন করে টাউন ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার এবং পৌরসভা ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টারে রূপ নেবে। সম্মানিত মেয়রগণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সদস্য সচিব, টাউন ম্যানেজার এবং উদ্যোক্তাগণ যারা উল্লিখিত তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যাতে করে সেবা প্রদান আরও সহজতর এবং কার্যকরী হয়।

সমঝোতা স্মারক চুক্তি অনুযায়ী সারা সিআরসিসহ বাংলাদেশে সরকারের তথ্য সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৫৯১৬ তে। ইউপিপিআর বাংলাদেশ সরকারের এই সহযোগিতাকে স্বাগত জানায়। কারন, এর মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক অনেক বেশী দরিদ্র মানুষ সরকারের এই তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে সহজেই অনেক পরিসেবা পাবে । ইুতথ্য ও সেবাকেন্দ্র সম্পর্কে জানতে ভিজিট করতে পারেন http://a2i.pmo.gov.bd/ সাইটে।

বাংলাদেশে বস্তি চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ শহরে বাস করে যাদের মধ্যে ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। এর মধ্যে আট মিলিয়ন দরিদ্র মানুষ রয়েছে যারা প্রতিদিন দুই ডলারের নীচে বসবাস করে। এই দরিদ্র পরিবারসমূহ অপর্যাপ্ত এবং অরক্ষিত ঘরে বসবাস, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কাজের সুযোগের অভাব, সামাজিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন ধরণের কঠিন পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করে। এছাড়াও তারা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এশিয়ায় নগরায়নের হার অনেক বেশী। বাংলাদেশে নগর দরিদ্রদের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে নগর দরিদ্রতা বিষয়টি অনেকটাই 'অস্বীকৃত', কারণ, শহরে অভিবাসনের মাত্রা অনেক বেশী। যে কারণে বাংলাদেশের বস্তিতে বসবাসকারী নাগরিকদের অধিকার এখনও তেমন স্বীকৃত নয়।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বরিশাল, গোপালগঞ্জ এবং খুলনা শহরের মেয়র মহোদয়গণ নিজ নিজ এলাকায় দরিদ্র বসতি ও খালি জায়গার মানচিত্রকে (এসএলএম) দাপ্তরিকভাবে অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়ে একে একধাপ এগিয়ে নিতে সার্বিক সহায়তা করেছেন।

বসতি ভূমি মানচিত্র কি?

ইউপিপিআরএর সহ যোগিতায় জিআইএস মানচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তির কমিউনিটির সদস্যরা যে ওয়ার্ডে তারা বসবাস করে সেখানে দরিদ্র বসতি ও খালি জায়গা চিহ্নিত করে। একবার মানচিত্রে বসতি এবং খালি জায়গা চিহ্নিত করা হলে কমিউনিটির প্রশিক্ষিত সদস্যরা উল্লিখিত ম্যাপে দরিদ্রতার অবস্থান নিরূপন করে। এভাবে ১৬ টি নির্দেশক ব্যবহারের মাধ্যমে হতদরিদ্র, দরিদ্র অথবা দরিদ্র নয় এভাবে শ্রেণীভূক্ত করে। সেন্টার ফর আরবান স্টাডিস (সিউইএস) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের ২৯ টি শহরে খালি জায়গা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলী

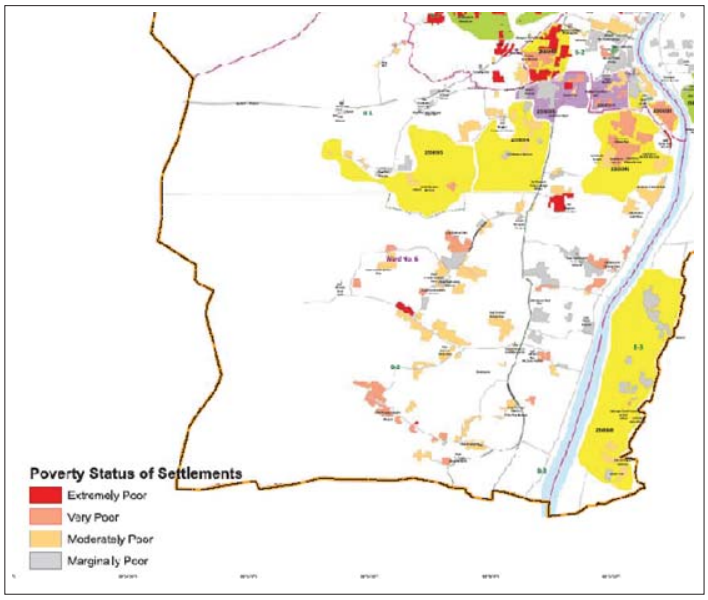

যেমন তাদের আকার, টোপোগ্রাফী এবং সম্ভাব্য ব্যবহার সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিষয়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

দরিদ্র বসতি ও খালি জায়গা মানচিত্রকে (এসএলএম) স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বরিশাল, খুলনা ও গোপালগঞ্জ শহরের অন্যান্য নাগরিকদের মতো বস্তিবাসীদেরকেও নগর মহাপরিকল্পনা সরকারী কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আবার দরিদ্র বসতি ও খালি জায়গার মানচিত্র নীতিনির্ধারকগণ এ সকল এলাকার নগর দারিদ্রতার মানদন্ড এবং প্রকৃতিতে ভালভাবে বুঝতে এবং অধিকতর ভাল ও তথ্য সমৃদ্ধ নীতি প্রণয়ন করতে সাহায্য করবে। একইসাথে যাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাদের কাছে সঠিকভাবে অবকাঠামো ও সেবাসংক্রান্ত সম্পদ পৌঁছানোর লক্ষ্যে সমর্থ্য করে তুলবে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষণ এবং অবহিতকরণ

গবেষণা, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ ইউনিট নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ইউপিপিআর কি কাজ করছে তার প্রভাব পরিমাপ এবং এই অর্জনসমূহ অংশীদারদের কাছে তুলে ধরছে।

- নারীর ক্ষমতায়ণ পরিমাপে ইউপিপিআর কমিউনিটির সাথে যে জায়গাগুলোতে কাজ করছে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এর উপর দুইটি স্কোরকার্ড পরিকল্পনা করেছে।

- আমরা বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক (এমপিআই) গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইউপিপিআর-এর ২৪ টি শহর ও নগরে বাস্তবায়িত কাজের মধ্যে কমিউনিটির আয়ের বিষয়টিই শুধু নয় একইসাথে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আবাসনসহ দরিদ্রতার ক্ষেত্রে তারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা পরিমাপ করবে। এর মাধ্যমে ইউপিপিআর দরিদ্রতা হ্রাসকরণে সমন্বিত পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটবে। একইসাথে ২০০৯ সালে যে বেজলাইন সার্ভে হয় এমপিআই গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে যে অগ্রগতি হবে তার একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে। আগামী ডিসেম্বর ২০১৩-এ এর উপর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হবে।

- সঞ্চয় ও ঋণ দলের কার্যক্রমের উপর একটি গবেষণা শুরু করেছে। এর মাধ্যমে আমরা দেখবো কোন বিষয়গুলো সঞ্চয় ও ঋণ দলের জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখছে এবং কিভাবে ঐ বিষয়গুলো অন্য দলের জন্য পূনরাবৃত্তি ঘটানো যায়। প্রাপ্ত ফলাফল পরবর্তী নিউজলেটারে তুলে ধরা হবে।

- গবেষণা, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ ইউনিট বসতি উন্নয়ন তহবিলের আওতায় যে সমস্ত উন্নয়ন হয়েছে তার উপর একটি গবেষণা শুরু করতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইউপিপিআর যে সমস্ত টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে সেগুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। তথ্য সংগ্রহের টুলস্ প্রায় প্রস্তুত এবং ফিল্ড টেস্ট ও তথ্য সংগ্রহ আগামী অক্টোবর ২০১৩ থেকে শুরু হবে।

- ইউপিপিআর ফেসবুক এবং টুইটারের পৃষ্ঠাগুলো পূনরায় চালু করেছে এবং খুব শীঘ্রই প্রকল্পের ওয়েবপেজ উন্নত করা হবে। অনুগ্রহপূর্বক এগুলো দেখুন, গল্প শেয়ার করুন এবং নগরকেন্দ্রিক দারিদ্রতা হ্রাসকরণে কার্যকরী উপায় আপনাদের লেখার মাধ্যমে আমাদের সহায়তা করুন

- এছাড়াও ইউপিপিআর একজন পেশাদার আলোকচিত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্তর্ভুক্ত করবেন যিনি সরাসরি কমিউনিটির নারী ও কিশোরীদের সাথে কাজের (ক্যামেরা ব্যবহার, কিভাবে ভাল ছবি তুলতে হয় এবং তাদের মাধ্যমেই ইস্যুভিত্তিক ছবি তোলা/একইসাথে আলোকচিত্রী বিভিন্ন ধরণের জীবন যাত্রার মানের যে পরিবর্তন তার উপর নিজে ছবি তুলবেন) মাধ্যমে এই প্রকল্প কর্তৃক মানুষের জীবনযাত্রার যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছে তা ডকুমেন্ট করবেন।

ভাসানটেকের একজনের কথা

আমি জুলেকা আক্তার। তিনবোনের মধ্যে আমি সবার বড়। আমার বাবা একজন দিনমজুর এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমি যখন ক্লাস সিক্সে এবং আমার ছোট বোনটি ক্লাস থ্রি-তে তখন আমারদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। আমার বাবার আয়ে বাসা ভাড়া এবং অন্যান্য খরচের পরে আমার পড়াশুনার জন্য কোন টাকা থাকতো না। সেই সময় বিদ্যালয়ে আমার চার মাসের বেতন বাঁকী পড়ে যায়। এমন পর্যায়ে আমার বাবা সিদ্ধান্ত নেয় আমার পড়ালেখা বন্ধ রাখতে। আমি খুব মর্মাহত হই এবং সেই সময় প্রায় রাতেই আমি কাঁদতাম এই কারণে।

একদিন আমি এক রহস্যময় বন্ধুর কথা জানতে পারলাম, যে নাকি আমার পড়াশুনার খরচের ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি খুবই খুশী এবং আগ্রহী হলাম। পরবর্তীতে আমি আমার ঐ বন্ধুর কাছ থেকে পড়াশুনার জন্য আর্থিক সহায়তা পেলাম। আমি যদি ঐ সময় পড়াশুলা চালিয়ে যেতে না পারতাম তাহলে আজকে হয়তো কোন একটা কাজ করতে হতো। কিন্তু আমার বন্ধুর অশেষ কৃপায় আমি আজ সমপ্ত শ্রেণীতে পড়ালেখা করছি।

আপনি কি জানতে চান আমার ঐ রহস্যময় বন্ধুটি কে? আমার বন্ধুর নাম ইউপিপিআর। যারা এ পর্যন্ত এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে আমি সবার পক্ষ থেকে ইউপিপিআর-কে ধন্যবাদ জানায়, যে একজন ভাল বন্ধু হিসেবে আমাদের পাশে আছে।